

## সূরা ৪১ : ফুসসিলাত, মাক্কী

## ৴ - سورة فصلت، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ৫৪ রুকূ ৬)

(آيَاتُهَا : ৫৴ رُكُوعَاتُهَا : ৬)

|  |   |
|--|---|
| পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু<br>আব্বাহর নামে (শুরু করছি) ।  | بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   |
| ১। হা মীম ।  | ١. حم   |
| ২। ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর<br>নিকট হতে অবতীর্ণ ।  | ٢. تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ   |
| ৩। এটা এক কিতাব,<br>বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর<br>আয়াতসমূহ আরাবী ভাষায়,<br>কুরআন রূপে জ্ঞানী<br>সম্প্রদায়ের জন্য -  | ٣. كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْءَانًا<br>عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ  |
| ৪। সুসংবাদ দাতা ও<br>সতর্ককারী রূপে, কিন্তু তাদের<br>অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে।<br>সুতরাং তারা শুনবেনা ।   | ٤. بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ<br>أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ  |
| ৫। তারা বলে : তুমি যার<br>প্রতি আমাদেরকে আহ্বান<br>করছ সেই বিষয়ে আমাদের<br>অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত,<br>কর্ণে আছে বধিরতা এবং<br>তোমার ও আমাদের মধ্যে<br>আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি<br>তোমার কাজ কর এবং আমরা<br>আমাদের কাজ করি । | ٥. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ<br>مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا<br>وَقُرْءٍ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ<br>فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ |

## কুরআন এবং এর অস্বীকারকারীদের বক্তব্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আরাবী ভাষার এই কুরআন পরম দয়ালু আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

তুমি বল : তোমার রবের নিকট হতে রুহুল কুদুস (জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা নাহল, ১৬ : ২০) আর এক জায়গায় আছে :

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ

مِنَ الْمُنذِرِينَ

নিশ্চয়ই ইহা (আল কুরআন) জগতসমূহের রাব্ব হতে অবতারিত। জিবরাঈল ইহা নিয়ে অবতরণ করেছে তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পার। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৯২-১৯৪) মহান আল্লাহ বলেন :

كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত। ইহা আরাবীতে নাখিলকৃত। এর অর্থ প্রকাশমান এবং আহকাম মযবূত। এর শব্দগুলিও স্পষ্ট এবং পাঠ করতে সহজ। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদী দ্বারা) মাযবূত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। (সূরা হুদ, ১১ : ১) মহান আল্লাহ বলেন :

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪২) আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

لَقَوْمٌ يَعْلَمُونَ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। অর্থাৎ এই বর্ণনা ও বিশদ ব্যাখ্যা

জ্ঞানী সম্প্রদায়ই অনুধাবন করে থাকে। وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا এই কুরআন এক দিকে মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় এবং অপর দিকে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করে।

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَاعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ তাদের অধিকাংশই বিশেষ করে কুরাইশরা বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবেনা। অর্থাৎ কুরআনুল হাকীমের এমন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ কুরাইশ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা বলে :

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاغْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ সেই বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত এবং আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা, আর তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। ফলে তুমি যা বলছ তার কিছুই আমাদের বোধগম্য হয়না। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি। অর্থাৎ তোমার পন্থায় তুমি কাজ করে যাও এবং আমরা আমাদের পন্থায় কাজ করে যাই। আমরা কখনও আমাদের নীতি পরিত্যাগ করে তোমার নীতি গ্রহণ করতে পারিনা।

৬। বল : আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের মা'বুদ একমাত্র মা'বুদ। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য -

٦. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

৭। যারা যাকাত প্রদান করেনা এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।

٧. الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

৮। যারা ঈমান আনে ও সং কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে

٨. إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا

নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ  
أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

### তাওহীদের দিকে আহ্বান

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ هُوَ مُحَمَّدٌ! এই মিথ্যা প্রশ্নকারী মুশরিকদেরকে বলে দাও : আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমাকে অহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের সবারই মা'বুদ এক আল্লাহ। তোমরা যে কতকগুলো মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছ এটা সরাসরি বিভ্রান্তিকর পন্থা। তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং ঠিক ঐভাবে কর যেভাবে তোমরা তাঁর রাসুলের মাধ্যমে জানতে পারছ।

وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ আর তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী পাপ হতে তাওবাহ কর এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। মহান আল্লাহর উক্তি :

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ যারা যাকাত প্রদান করেনা। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন : ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) মতে এর ভাবার্থ হল : 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই' এই সাক্ষ্য যারা প্রদান করেনা। (তাবারী ২১/৪৩০) ইকরিমাহও (রহঃ) এ কথাই বলেন। (তাবারী ২১/৪৩০) এই উক্তিটি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির মতই :

وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ. فَسَيُسِيرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

সে'ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে। এবং সে'ই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে। (সূরা শামস, ৯১ : ৯-১০) নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপ :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং স্বীয় রবের নাম

স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে। (সূরা 'আলা, ৮৭ : ১৪-১৫) আল্লাহ তা'আলার নিম্নের এ উক্তিটিও ঐরূপ :

هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزْكِيَ

এবং (তাকে) বল : তুমি কি শুদ্ধাচারী হতে চাও? (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ১৮) এ আয়াতগুলিতে যাকাত অর্থাৎ পবিত্রতা দ্বারা নাফসকে বাজে কাজ হতে মুক্ত রাখা উদ্দেশ্য। আর এর সবচেয়ে বড় ও প্রথম প্রকার হচ্ছে শিরক হতে পবিত্র হওয়া। অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতে যাকাত না দেয়া দ্বারা তাওহীদকে অমান্য করা বুঝানো হয়েছে। সম্পদের যাকাতকে যাকাত বলার কারণ এই যে, এটা সম্পদকে অবৈধতা হতে পবিত্র করে এবং সম্পদের বৃদ্ধি ও বারাকাতের কারণ হয়। আর আল্লাহর নির্ধারিত উত্তম পথে ঐ সম্পদ হতে কিছু খরচ করার তাওফীক লাভ হয়। কিন্তু কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্য তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন সম্পদের যাকাত না দেয়া এবং বাহ্যতঃ আয়াতের সাধারণ অর্থে এটাই বুঝা যাচ্ছে। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/৪৩১) কিন্তু এ উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা বিভিন্ন বিজ্ঞজনের মতে যাকাত ফারয হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায হিজরাতের দ্বিতীয় বছর। আর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মাক্কায। যা হোক, বড় জোর এই তাফসীরকে মেনে নিয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, সাদাকাহ ও যাকাতের আসল হুকুমতো নাবুওয়াতের শুরুতেই ছিল। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

আর তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৪১) তবে হ্যাঁ, ঐ যাকাত, যার নিসাব ও পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারিত হয় তা হয় মাদীনায। এটি এমন একটি উক্তি যে, এর দ্বারা দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য এসে যায়।

অনুরূপভাবে সালাতের ব্যাপারেও এটা দেখা যায় যে, সালাত সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নাবুওয়াতের শুরুতেই ফারয হয়েছিল। কিন্তু মিরাজের রাতে হিজরাতের দেড় বছর পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নিয়মিতভাবে আদায় করা ফারয করা হয় এবং পরে ধীরে ধীরে এর সমুদয় শর্ত ও আরকানসমূহ নির্ধারিত হয়ে এ সম্পর্কিত বিষয় পূরা করে দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ  
কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এটা  
কখনও শেষ হবেনা কিংবা কমতিও করা হবেনা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

مَكِينٍ فِيهِ أَبَدًا

যেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৩) অন্যত্র আছে :

عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ

ওটা অফুরন্ত দান হবে। (সূরা হুদ, ১১ : ১০৮)

|   |   |
|---|---|
| <p>৯। বল : তোমরা কি তাকে<br/>অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী<br/>সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং<br/>তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড়<br/>করাতে চাও? তিনিতো<br/>জগতসমূহের রাক্ষ।</p>   | <p>۹. قُلْ أَنتُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي<br/>خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ<br/>لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ</p>                 |
| <p>১০। তিনি স্থাপন করেছেন<br/>অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং<br/>তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং<br/>চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন<br/>খাদ্যের - সমভাবে,<br/>যাঞ্চাকারীদের জন্য।</p> | <p>۱۰. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِّنْ<br/>فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا<br/>أَقْوَامًا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً<br/>لِّلنَّاسِ يَلِينِ</p> |
| <p>১১। অতঃপর তিনি<br/>আকাশের দিকে মনোনিবেশ<br/>করেন যা ছিল ধূমপুঞ্জ<br/>বিশেষ। অতঃপর তিনি<br/>ওটাকে এবং পৃথিবীকে<br/>বললেন : তোমরা উভয়ে</p>                        | <p>۱۱. ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ<br/>وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا<br/>وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا</p>                                    |

|  |   |
|--|---|
| <p>এসো স্বেচ্ছায় অথবা<br/>অনিচ্ছায়। তারা বলল :<br/>আমরা এলাম অনুগত হয়ে।</p>   | <p>قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ</p>  |
| <p>১২। অতঃপর তিনি<br/>আকাশমন্ডলীকে দুই দিনে<br/>সপ্তাকাশে পরিণত করলেন<br/>এবং প্রত্যেক আকাশে উহার<br/>বিধান ব্যক্ত করলেন এবং<br/>আমি নিকটবর্তী আকাশকে<br/>সুশোভিত করলাম<br/>প্রদীপমালা দ্বারা এবং<br/>করলাম সুরক্ষিত। এটা<br/>পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর<br/>ব্যবস্থাপনা।</p> | <p>۱۲. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي<br/>يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ<br/>أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا<br/>بِمَصَاصِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ<br/>الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ</p> |

### নভোমন্ডলের কিছু বিষয়ের আলোচনা

قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا

এখানে আল্লাহ সুবহানাছ মূর্তি পূজক মুশরিকদের কার্যাবলীর জন্য ধিক্কার  
দিচ্ছেন। সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, শাসনকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র  
আল্লাহ। সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই। যমীনের ন্যায় প্রশস্ত সৃষ্টি  
জিনিসকে তিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে মাত্র দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সাথে  
মানুষের কুফরী করাও উচিতনা এবং শির্ক করাও না। ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ  
তিনিই যেমন সবারই সৃষ্টিকর্তা তেমনই তিনিই পৃথিবীর সবারই পালনকর্তা।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৪)  
এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, অন্যান্য আয়াতে যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি  
করার কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এখানে এগুলিকে সৃষ্টি করার সময় পৃথকভাবে  
বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং জানা গেল যে, প্রথমে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইমারাত নির্মাণ করারও পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ভিত্তি ও নীচের অংশ নির্মাণ করা হয়। তারপর উপরের অংশ ও ছাদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনঃসংযোগ করেন, অতঃপর সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৯) আর আল্লাহ তা‘আলা যে বলছেন :

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّاهَا. وَأَغْطَشَ  
لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا  
وَمَرْعَاهَا. وَالْحَبَّالَ أَرْسَاهَا. مَتَعًا لَّكُمْ وَلِتَعْلَمِكُمُ

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, আর পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সবই তোমাদের ও তোমাদের জন্তুগুলির ভোগের জন্য। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ : ২৭-৩৩)

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, নভোমন্ডল সৃষ্টি হওয়ার পর পৃথিবীকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নভোমন্ডলের সৃষ্টির আগে পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ রূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম বুখারীর (রহঃ) তাফসীর গ্রন্থে। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এক লোক ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন : কুরআনে আমি কিছু বিষয় পেয়েছি যে ব্যাপারে আমি দ্বিধান্বিত। তা হল নিম্নের সূরাগুলি :

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু‘মিনূন, ২৩ : ১০১) অন্য আয়াতে আছে :



## وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২৭) এক আয়াতে আছে :

## وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

এবং আল্লাহর নিকট তারা কোন কথাই গোপন করতে পারবেনা। (সূরা নিসা, ৪ : ৪২) অন্য আয়াতে রয়েছে :

## وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৩) এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা তাদের কৃতকর্মকে গোপন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيَهَا. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন। তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এবং তিনি ওর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং ওর জ্যোতি বিনির্গত করেছেন। এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ২৭-৩০) এখানে মহান আল্লাহ আকাশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যমীনের পূর্বে। আর নিম্নের আয়াতে (৪১ : ৯-১১) তিনি বলেন :

## قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ تُكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ... أَتَيْنَا طَائِعِينَ

বল : তোমরা কি তাকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনিতো জগতসমূহের রাব্ব। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, যাধ্বংকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্ত র তিনি ওটাকে এবং পৃথিবীকে বললেন : তোমরা উভয়ে এসো স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল : আমরা এলাম অনুগত হয়ে। এখানে তিনি যমীন সৃষ্টি

করার কথা উল্লেখ করেছেন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলছেন :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ : ২৩)

عَزِيزًا حَكِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত, হিকমাতের অধিকারী। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৬)

سَمِيعًا بَصِيرًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিদর্শক। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৮)

এরপর লোকটি বলল : তাহলে কি এর অর্থ হবে, তিনি ছিলেন এবং এখন আর নেই? কারণ কা'না শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'ছিল'। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) তখন বললেন :

فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০১) এ আয়াতে যা বলা হয়েছে, উহা হবে ঐ সময় যখন প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবাই মুর্ছিত হয়ে পড়বে। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬৮) এ আয়াতের ভাবার্থ হল তখন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবেনা, আর না কেহ একে অন্যের বোঝা বহন করবে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

এবং তারা একে অপরের সামনাসামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ২৭)

وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

তারা বলবে : আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৩) এবং

## وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে ...। (সূরা নিসা, ৪ : ৪২) উপরের আয়াতদ্বয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর মু'মিন বান্দা তাদের ছোট-খাট পাপ আল্লাহ গাফুরুর রাহীম ক্ষমা করে দিবেন। তখন মূর্তি পূজক মুশরিকরা নিজেরা পরামর্শ করে বলবে : এসো, আমরাও বলি যে, আমরা কখনও আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করিনি। এমতাবস্থায় তাদের মুখ সীল করে দেয়া হবে। তখন তাদের হাত কথা বলবে। তখন জানা যাবে যে, তারা যা কিছু করেছে তার কোন কিছুই আর গোপন থাকেনা। তখন অবিশ্বাসী কাফির মুশরিকরা আশা করবে :

## يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা সেদিন কামনা করবে ... (৪ : ৪২) আহা! ওগুলি যদি গোপন রাখা যেত !

আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশসমূহ সৃষ্টি করেন। অতঃপর উহার ছাদকে উচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন দুই দিনে। এরপর তিনি এতে পানি এবং তৃণভূমি ছড়িয়ে দিয়েছেন। ওতে তিনি সৃষ্টি করেছেন পাহাড়-পর্বতসহ বিভিন্ন প্রাণহীন পদার্থ। এগুলি তিনি দুই দিনে সৃষ্টি করেন যা তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন :

## وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَا

এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৩০) আল্লাহ সুবহানাছ বলেন : يَوْمَئِذٍ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ : সুতরাং তিনি পৃথিবী এবং ওর মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন চার দিনে এবং নভোমন্ডলসমূহ সৃষ্টি করেছেন আরও দুই দিনে।

## إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা নিসা, ৪ : ২৩)

## عَزِيزًا حَكِيمًا

হিকমাতের অধিকারী। (সূরা নিসা, ৪ : ৫৬) এভাবে তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন এবং অতঃপর তিনি তাঁর স্থানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ

তা'আলা যখন যা চান তা হয়েই থাকে। অতএব কুরআনের ব্যাপারে তোমরা সংশয়ে পতিত হয়োনা। নিশ্চিতই ইহা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে। এভাবেই এটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৮)

يَوْمَئِذٍ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ যমীনকে আল্লাহ তা'আলা দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ রবিবার ও সোমবারে।

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا আর যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন। যমীনকে তিনি বারাকাতময় করেছেন। মানুষ এতে বীজ বপন করে এবং তা হতে গাছ, ফল-মূল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীবাসীর যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার সবই যমীনেই উৎপন্ন হয়। وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا ক্ষেত এবং বাগানের স্থানও তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। যমীনকে এভাবে সাজানো হয় মঙ্গল ও বুধবারে।

فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٍ لِلْسَّائِلِينَ চার দিনে যমীনের সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত হয়। যে লোকগুলো এর জ্ঞান লাভ করতে চাচ্ছিল তারা পূর্ণ জবাব পেয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে তারা জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়।

ইকরিমাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا এবং ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - এ আয়াত সম্পর্কে বলেন : আল্লাহ তা'আলা এক এক ভূমিতে এক একটি বস্তু স্থাপন করেছেন যা শুধু ঐ স্থানের জন্যই উপযুক্ত ছিল। (তাবারী ২১/৪৩৬) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) সমভাবে, يَا ذَاكَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ - এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে যারাই এর জন্য প্রার্থনা করে তাদেরকে তা দেয়া হয়। ইব্ন যায়িদ (রহঃ) وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٍ لِلْسَّائِلِينَ এবং চার দিনে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের - সমভাবে, يَا ذَاكَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ - এ আয়াতের অর্থ করেছেন : লোকেরা তাদের জীবিকার জন্য আল্লাহর কাছে যে প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দান করেন। (তাবারী ২১/৪৩৮) এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ :

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৩৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূমপুঞ্জ বিশেষ। আল্লাহ একে এবং পৃথিবীকে বললেন :

تَوَمَّرَا أُيَّامٌ سَوَاءٌ لِّلسَّانِلِينَ তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। অর্থাৎ আমার হুকুম মেনে নিয়ে আমি যা বলি তাই হয়ে যাও, খুশি মনে অথবা বাধ্য হয়ে। উভয়েই খুশি মনে হুকুম মেনে নিতে সম্মত হল এবং বলল :

قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে আপনার আদেশ মেনে নিলাম এবং আমাদের মধ্যে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করতে চান যেমন মালাইকা, জিন, মানুষ ইত্যাদি সবাই আপনার অনুগত হবে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যদি আসমান ও যমীন আনুগত্য স্বীকার না করত তাহলে ওদেরকে শাস্তি দেয়া হত, যে শাস্তির যন্ত্রণা তারা অনুভব করত।

فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا أَرْضَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحَفِظْنَا দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে। প্রত্যেক আকাশে তিনি ইচ্ছামত জিনিস ও মালাক/ফেরেশতামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়োজিত করেন। দুনিয়ার আকাশকে তিনি তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলি যমীনে আলো বিচ্ছুরিত করে এবং ঐ শাইতানদের প্রতি ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখে যারা উর্ধ্ব জগতের কিছু শোনার উদ্দেশে উপরে উঠার ইচ্ছা করে এবং সব দিক হতে ঐ শাইতানদের প্রতি অগ্নিপিলু নিষ্ক্ষিপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, যিনি সবারই উপর বিজয়ী, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিটি অংশের সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয়ের খবর রাখেন।

১৩। তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল :  
আমিতো তোমাদেরকে

۱۳. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ

সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর  
শাস্তির; আদ ও হামুদ  
জাতির অনুরূপ।

صَعِيقَةٌ مِّثْلُ صَعِيقَةِ عَادٍ  
وَتُثْمُودَ

১৪। যখন তাদের নিকট  
রাসূলগণ এসেছিল তাদের  
সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং  
বলেছিল : তোমরা আল্লাহ  
ব্যতীত কারও ইবাদাত করনা  
তখন তারা বলেছিল :  
আমাদের রবের এই রূপ ইচ্ছা  
হলে তিনি অবশ্যই মালাক  
প্রেরণ করতেন। অতএব  
তোমরা যাসহ প্রেরিত হয়েছ  
আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি।

١٤. إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ  
أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا  
تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ قَالُوا لَوْ شَاءَ  
رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا  
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

১৫। আর 'আদ সম্প্রদায়ের  
ব্যাপার এই যে, তারা  
পৃথিবীতে অযথা দম্ব করত  
এবং বলত : আমাদের  
অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে?  
তারা কি তাহলে লক্ষ্য  
করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে  
সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের  
অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ  
তারা আমার নিদর্শনাবলীকে  
অস্বীকার করত।

١٥. فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي  
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ  
مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ  
الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً  
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا مَجْحَدُونَ

১৬। অতঃপর আমি  
তাদেরকে পার্থিব জীবনে  
লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আন্বাদন

١٦. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا

|  |  |
|--|--|
| <p>করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম বায়ু-বায়ু, অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তিতো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদের সাহায্য করা হবেনা।</p>   | <p>فِي أَيَّامٍ نَّحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ<br/>عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا<br/>وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا<br/>يُنصَرُونَ</p>              |
| <p>১৭। আর হামুদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারতো এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছিল। অতঃপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।</p> | <p>১৭. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ<br/>فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ<br/>فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ<br/>أَلْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ</p> |
| <p>১৮। আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করত।</p>   | <p>১৮. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا<br/>يَتَّقُونَ</p>   |

### ‘আদ এবং হামুদ জাতির বর্ণনা দ্বারা অবিশ্বাসীদেরকে সতর্কীকরণ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : হে মুহাম্মাদ! তোমাকে যারা অবিশ্বাস করছে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করছে তাদেরকে বলে দাও : আমি তোমাদের জন্য যে বার্তা নিয়ে এসেছি তা হতে তোমরা যদি শিক্ষা ও উপদেশমূলক কথার ব্যাপারে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমাদের পরিণাম শুভ হবেনা। জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা তাদের নাবীদেরকে অমান্য করার কারণে ধ্বংসের

মুখে পতিত হয়েছে, তোমাদের কৃতকর্ম যেন তোমাদেরকে তাদের মত না করে দেয়। ‘আদ, ছামুদ এবং তাদের মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থা তোমাদের সামনে রয়েছে।

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ তাদের কাছে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের আগমন ঘটেছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَأَذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ الْنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

স্মরণ কর, ‘আদ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারী এসেছিল, সে তার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে বালুকাময় উচ্চ উপত্যকায় সতর্ক করেছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ২১) তাঁরা গ্রামে-গ্রামে, বস্তীতে-বস্তীতে এসে তাদেরকে আল্লাহর বাণী শোনাতে। কিন্তু তারা গর্বভরে তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে। তারা রাসূলদেরকে (আঃ) বলে :

لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ আমাদের রবের এইরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই মালাক/ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, যেহেতু তোমরা মানুষ, তাই তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম।

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ব করত। ভূ-পৃষ্ঠে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করত। তাদের গর্ব ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের ঔদ্ধত্য ও অগ্রাহ্যতা এমন সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা বলে উঠল :

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী আর কে আছে? অর্থাৎ আমাদের মত শক্তিশালী, দৃঢ় ও মযবূত আর কেহ নেই। সুতরাং আল্লাহর আযাব আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً কিন্তু তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তাদের চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী? তাঁর শক্তির অনুমানও করা যায়না। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :



## وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৪৭) তারা আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছিল এবং তাঁর রাসূলকেও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আন্বাদন করানোর জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু অশুভ দিনে, যাতে তাদের দর্প চূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হল প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বায়ু। অন্যেরা বলেন যে, ইহা হল ঠান্ডা হিমবাহ। এও বর্ণিত আছে যে, ইহা হল প্রচন্ড বেগে প্রবাহিত বাতাস যা শব্দ সৃষ্টি করে। সত্যি কথা হল এই যে, ওতে এগুলি সবই বিদ্যমান ছিল। ঐ বাতাস এত বেগে প্রবাহিত হয়েছিল যার ফলে তাদের কোন শক্তিই ওকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখেনি। ইহা অত্যন্ত ঠান্ডা ছিল বটে, যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

## بَرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

আর ‘আদ’ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা। (সূরা হাক্বাহ, ৬৯ : ৬) অর্থাৎ অত্যন্ত ঠান্ডা বাতাস। ঐ বাতাস ভীতিকর আওয়াজের সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া তাদের পূর্ব দিকে একটি নদী প্রবাহিত ছিল যার পানি প্রবাহের তীব্রতার জন্য নাম রাখা হয়েছিল ‘সারসার’। উহা প্রবাহিত হয়েছিল কয়েক দিন ধরে। যেমন বলা হয়েছে :

## سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্বাহ, ৬৯ : ৭) যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

## فِي يَوْمٍ نُحَسِّمُ

(তাদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু) নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিন। (সূরা কামার, ৫৪ : ১৯) অর্থাৎ ঐ বিপদ শুরু হয়েছিল এক অশুভ সংকেতের মাধ্যমে এবং তা চলতেই ছিল :

## سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا

যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। (সূরা হাক্বাহ, ৬৯ : ৭) অর্থাৎ তাদের শেষ ব্যক্তি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত ঐ ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল এবং তাদের ঐ পার্থিব ক্ষতি/কষ্টের অনুরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে কিয়ামাত দিবসেও। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَنَذِقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ

অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আশ্বাদন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু, অমঙ্গলজনক দিনে। আখিরাতের শাস্তিতো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক। অর্থাৎ পরকালে তাদের জন্য রয়েছে আরও নিগ্রহ।

وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ কিয়ামাত দিবসেও তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা যেমন সাহায্য করা হয়নি পার্থিব জীবনে। তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য থাকবেনা কোন সুপারিশকারী, আর না কোন সাহায্যকারী। প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম। হিদায়াতের পথ তাদের কাছে খুলে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করেছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন : ছামূদ জাতিকে এ ব্যাপারে অভিহিত করা হয়েছিল। (তাবারী ২১/৪৪৮) আশ শাউরী (রহঃ) বলেন : তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল।

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا

তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা‘আলার উপর ঈমান এনেছিল এবং নাবীগণের (আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখত তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা বাঁচিয়ে নেন। তাদের মোটেই কষ্ট হয়নি। তারা তাদের নাবীর (আঃ) সাথে আল্লাহ তা‘আলার লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করে।

সালিহ (আঃ) তাদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সালিহর (আঃ) সত্যবাদিতার প্রমাণ হিসাবে আল্লাহ তা‘আলা যে উষ্ট্রটি পাঠিয়েছিলেন তারা ওকে হত্যা করে।

فَلَمَّا فَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ফলে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো, অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই ফল।

|   |  |
|---|--|
| <p>১৯। যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে সেদিন তাদেরকে বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে।</p>   | <p>১৯. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ</p>  |
| <p>২০। পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছবে তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে।</p>   | <p>২০. حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>   |
| <p>২১। জাহান্নামীরা তাদের ত্বকে জিজ্ঞেস করবে : তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? উত্তরে তারা বলবে : আল্লাহ! যিনি সব কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।</p> | <p>২১. وَقَالُوا لِمَ لُجُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ</p> |
| <p>২২। তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে,</p>  | <p>২২. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক<br/>তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য<br/>দিবেনা; উপরন্তু তোমরা মনে<br/>করতে যে, তোমরা যা করতে<br/>তার অনেক কিছুই আল্লাহ<br/>জানেননা।</p> | <p>يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا<br/>أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ<br/>ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا<br/>مِّمَّا تَعْمَلُونَ</p> |
| <p>২৩। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে<br/>তোমাদের এই ধারণাই<br/>তোমাদের ধ্বংস এনেছে।<br/>ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত।</p>  | <p>۲۳. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي<br/>ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ<br/>فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ</p>   |
| <p>২৪। এখন তারা ধৈর্য ধারণ<br/>করলেও জাহান্নামই হবে<br/>তাদের আবাস স্থল এবং তারা<br/>অনুগ্রহ চাইলেও অনুগ্রহ প্রাপ্ত<br/>হবেনা।</p>                               | <p>۲۴. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى<br/>لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ<br/>الْمُعْتَبِينَ</p>  |

**কিয়ামাত দিবসে কাফিরদের অঙ্গসমূহ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে**

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيَوْمَ يُخْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ  
এই মুশরিকদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন তাদের সকলকে  
জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে এবং জাহান্নামের রক্ষক তাদেরকে একত্রিত  
করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَنُفِثَ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا

এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাব। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮৬)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদেরকে জাহান্নামের পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, কান, চোখ এবং ত্বক তাদের আমলগুলির সাক্ষ্য প্রদান করবে। তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত দোষ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। দেহের প্রতিটি অঙ্গ বলে উঠবে : সে আমার দ্বারা এই পাপ করেছে। তখন সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ভর্ৎসনা করে বলবে :

لَمْ شَهِدْتُكُمْ عَلَيْنَا কেন তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছ? তারা উত্তরে বলবে :

أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ আমরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করছি মাত্র। তিনি আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। সুতরাং আমরা সত্য কথা শুনিয়ে দিয়েছি। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম সৃষ্টিকারী। তিনিই সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে উঠেন। অতঃপর তিনি বললেন : আমি কেন হাসলাম তা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেনা? সাহাবীগণ (রাঃ) তখন বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি হাসলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন : কিয়ামাতের দিন বান্দার তার রবের সাথে ঝগড়ার কথা মনে করে আমি বিস্ময়বোধ করছি। বান্দা বলবে : হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেননি যে, আপনি আমার উপর যুলুম করবেননা? আল্লাহ তা'আলা জবাবে বলবেন : হ্যাঁ (অবশ্যই করেছিলাম)। সে বলবে : আমিতো আমার আমলের উপর আমার নিজের ছাড়া আর কারও সাক্ষ্য কবুল করবনা। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমি এবং আমার সম্মানিত মালাইকা/ফেরেশতারা কি সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যথেষ্ট নই? কিন্তু সে বারবার এ কথাই বলতে থাকবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে যে, সে কি করেছে। সে তখন তাদেরকে তিরস্কার করে বলবে : তোমরা চুপ কর, আমিতো তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্যই তর্ক করছিলাম। (হাকিম ৪/৬০১, তাবারী ২১/৪৫২, মুসলিম ৪/২২৮০, নাসাঈ ৬/৫০৮)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) আবু বারদাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, আবু মূসা আশআ'রী (রাঃ) বলেন : কাফির এবং মুনাফিকদেরকে হিসাবের জন্য ডাক দেয়া হবে। তিনি তাদের প্রত্যেকের সামনে তাদের কৃতকর্ম পেশ করবেন। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করে করে নিজের কৃতকর্ম অস্বীকার করবে এবং বলবে : হে আমার রাব্ব! আপনার মহানত্বের শপথ করে বলছি : আপনার মালাইকা এমন কিছু লিখে রেখেছেন যা আমি কখনও করিনি। মালাইকা/ফেরেশতারা বলবেন : তুমি কি অমুক দিন অমুক জায়গায় অমুক কাজ করনি? সে উত্তরে বলবে : হে আমার রাব্ব! আপনার মর্যাদার শপথ! আমি এ কাজ কখনও করিনি। অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে। সর্বপ্রথম তার ডান উরু কথা বলবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং শরীরের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে বলবে : তুমি যা করতে তা আমাদের থেকে গোপন করে করতেনা, বরং খোলাখুলিভাবে তা করতে এবং কোন পরওয়া করতেনা এবং দাবী করতে যে, আল্লাহ তোমাদের কোন কাজের ব্যাপারেই খবর রাখেননা। কারণ তোমরা বিশ্বাসী ছিলেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. وَذَلِكَ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। অর্থাৎ তোমরা বিশ্বাস করতেনা যে, আল্লাহ তোমাদের সবকিছু দেখছেন, এর ফলেই আজ তোমাদের এ দুর্ভোগ ও দুর্গতি এবং তোমাদের রবের কাছে আজ তোমরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত।

فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ আজ বিচারের সম্মুখীন হয়ে তোমাদের পরিবার-পরিজনসহ সবকিছু হারালে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : আমি কা'বার গিলাফের আড়ালে অবস্থান করছিলাম, এমতাবস্থায় তিনজন লোক এলো যাদের

একজন ছিল কুরাইশ এবং অপর দুইজন ছিল তার শ্যালক যারা ছিল সাকিফ গোত্রের, অথবা একজন ছিল সাকিফ গোত্রের এবং অপর দুইজন ছিল কুরাইশ গোত্রের তার শ্যালক। তাদের পেট ছিল খুবই মোটা এবং তারা বুদ্ধিমানও ছিলনা। তারা চুপিচুপি কিছু বলাবলি করছিল, কিন্তু আমি তার কিছুই বুঝতে পারলামনা। অতঃপর তাদের একজন বলল : তুমি কি মনে কর যে, আমরা এখন যা বললাম আল্লাহ তা শুনতে পেয়েছেন? অন্য জন বলল : আমরা যদি উচ্চস্বরে বলি তাহলে তিনি শুনতে পাবেন, কিন্তু আমরা যদি উচ্চ স্বরে কথা না বলি তাহলে তিনি শুনতে পাননা। অপর জন বলল : তিনি যদি আমাদের উচ্চ স্বরের কথা শুনতে পান তাহলে অন্য কথাও শুনতে পান। তাদের এ কথা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললে তখন নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয় :

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ... مِنَ الْخَاسِرِينَ

তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখ এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেনা; উপরন্তু তোমরা মনে করতে যে, তোমরা যা করতে তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেননা। তোমাদের রাব্ব সম্বন্ধে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা হয়েছ ক্ষতিগ্রস্ত। (আহমাদ ১/৩৮১, তিরমিযী ৯/১২৩) অন্য বর্ণনাধারা থেকেও ইমাম আহমাদ (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (আহমাদ ১/৪০৮, মুসলিম ৪/২১৪২, তিরমিযী ৯/১২৪) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) অন্য বর্ণনাধারায় এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪২৪, ৪২৫, মুসলিম ৪/২১৪১, ২১৪২) এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَيْنِ এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেনা। অর্থাৎ জাহান্নামীদের জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যধারণ করা বা না করা সমান। তাদের কোন ওয়র-আপত্তি গ্রহণ করা হবেনা এবং তাদের পাপও ক্ষমা করা হবেনা। তাদের জন্য দুনিয়ায় পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পথও বন্ধ। এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তি মত :

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ. قَالَ آخَسُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ

তারা বলবে : হে আমাদের রাক্ব! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের রাক্ব! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার করুন; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় কুফরী করি তাহলেতো আমরা অবশ্যই সীমা লংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন : তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলনা। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০৬-১০৮) (তাবারী ২১/৪৫৮)

২৫। আমি তোমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল এবং তাদের ব্যাপারেও তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানবদের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। তারাতো ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।

٢٥. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ

২৬। কাফিরেরা বলে : তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তি কালে শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে তোমরা জরী হতে পার।

٢٦. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

২৭। আমি অবশ্যই কাফিরদের কঠিন শাস্তি আশ্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল দিব -

٢٧. فَلَنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ



|  |  |
|--|--|
|  | أَسْوَءَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ   |
| ২৮। জাহান্নাম; এটাই আল্লাহর শত্রুদের পরিণাম; সেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।                          | ۲۸. ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۖ جَزَاءُ ۖ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ                                     |
| ২৯। কাফিরেরা বলবে : হে আমাদের রাব্ব! যে সব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করব, যাতে তারা লাজ্জিত হয়। | ۲۹. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ ۖ نجْعُلهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ |

### মূর্তি পূজকদের স্বজনেরা খারাপ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে

আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি মুশরিকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। এটা তাঁর ইচ্ছা এবং ক্ষমতা। তিনি তাঁর সমুদয় কাজে নিপুণ। তাঁর প্রতিটি কাজ হিকমাত ও নিপুণতা পূর্ণ। তিনি কতক দানব ও মানবকে মুশরিকদের সাথী করে দেন।

فَرِيقًا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ তারা তাদের কৃত মন্দ আমলগুলোও তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখায়। তারা দূর অতীতের দিক দিয়ে এবং ভবিষ্যৎ কালের দিক দিয়েও তাদের আমলগুলোকে ভাল মনে করে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৩৬-৩৭)

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ তাদের উপর আল্লাহর শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী দানব ও মানবদের উপর শাস্তি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, এরাও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা এবং এরা সমান হয়ে গেছে।

## কাফিরেরা একে অপরকে কুরআনের বাণী না শোনার উপদেশ দেয়, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ কাফিরেরা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এই ঐকমত্যে পৌঁছেছিল যে, তারা আল্লাহর কালামকে মানবেনা এবং তাঁর হুকুমের আনুগত্য করবেনা। বরং তারা একে অপরকে বলে দেয় যে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন যেন শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়া হয়। যেমন হাততালি দেয়া, বাঁশী বাজানো এবং চিৎকার করা। কুরাইশরা তাই করত। তারা দোষারোপ করত, অস্বীকার করত, শত্রুতা করত এবং এটাকে নিজেদের বিজয় লাভের কারণ মনে করত। প্রত্যেক অজ্ঞ, মূর্খ কাফিরের এই একই অবস্থা যে, তার কুরআন শুনতে ভাল লাগেনা। এ জন্যই এর বিপরীত করতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নির্দেশ দিয়ে বলেন :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০৪)

فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَসুৱা৷ الَّذِي কানুৱা ঐ কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, কুরআনুল হাকীমের বিরোধিতা করার কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আর অবশ্যই তারা

তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করবে। আল্লাহর এই শত্রুদের জন্য বিনিময় হল জাহান্নামের আগুন। এর মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী আবাস, আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ।

الَّذِينَ أَضَلَّانَا يَارَا আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। আয়াতের ভাবার্থ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে ‘জিন’ দ্বারা ইবলীস এবং ‘ইনস’ (মানুষ) দ্বারা আদমের (আঃ) ঐ সন্তানকে বুঝানো হয়েছে যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। (তাবারী ২১/৪৬২)

সুন্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আলী (রাঃ) বলেন যে, কোন ব্যক্তির শির্ক করার দায়ভার ইবলীসের উপরও বর্তাবে এবং কারও দ্বারা বড় পাপ (কাবিরাহ গুনাহ) হলে তার দায়ভার আদমের (আঃ) ছেলের (কাবীল) উপর বর্তাবে। আসলে ইবলীস প্রতিটি পাপের ভাগী হবে, তা শির্ক হোক অথবা ছোট ছোট পাপ হোক। (তাবারী ২১/৪৬২) আদমের (আঃ) ছেলের পাপের দায়ভার বহনের ব্যাপারে নিম্নের হাদীস থেকে জানা যায় :

যে কোন হত্যাকাণ্ড যা যৌক্তিক কারণ ছাড়া ঘটে তার পাপের দায়ভার আদমের (আঃ) ছেলের উপরও বর্তাবে। কারণ সে’ই প্রথম অন্যকে হত্যার সূচনা করেছিল। (ফাতহুল বারী ৬/৪১৯)

نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا শাস্তি দানের জন্য তাদেরকে আমাদের পদানত করুন যাতে তারা আমাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছে এর চেয়ে আরও বেশি কষ্ট দিতে পারি।

لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়। অর্থাৎ জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরের অধিবাসী হয়। এ বিষয়ে সূরা আ’রাফের তাফসীরে আলোচিত হয়েছে। ওখানে বলা হয়েছে, অনুসারীরা তাদের অনুসৃত নেতাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য আবেদন করবে। তখন বলা হবে :

لِكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

তাদের প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ’রাফ, ৭ : ৩৮) অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন :

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ : ৮৮)

৩০। যারা বলে : আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা এবং বলে : তোমার ভীত হয়োনা, চিন্তি ত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।

۳۰. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

৩১। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর।

۳۱. نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ

৩২। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ।

۳۲. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা আল্লাহর বিশ্বাস করে এবং ওতে দৃঢ় থাকে  
তাদের জন্য রয়েছে সুখবর

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যারা মুখে আল্লাহ তা'আলাকে রাব্ব বলে মেনে

নিয়েছে অর্থাৎ তাঁর একাত্মবাদে বিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর এর উপর অটল থেকেছে, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে, তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই।

সাদ্দ ইব্ন ইমরান (রহঃ) বলেন : **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا** এ আয়াতটি আবু বাকরের (রাঃ) সামনে তিলাওয়াত করা হলে তিনি বলতেন যে, এর দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কালেমা পাঠ করার পর আর কখনও শিরক করেনা। (তাবারী ২১/৪৬৪) অতঃপর তিনি আসওয়াদ ইব্ন হিলাল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আবু বাকর (রাঃ) বলেন :

**إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا** যারা বলে : আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে। এ আয়াত সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? তারা বলল : আমাদের রাব্ব আল্লাহ, অতঃপর ওতে তারা দৃঢ় থাকে এবং পাপ থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। তিনি বললেন : তোমরা এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলেনা। তা হবে : আমাদের রাব্ব আল্লাহ। অতঃপর ওতে দৃঢ় থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মিথ্যা মা'বুদের প্রতি তারা বুক পড়ে। (তাবারী ২১/৪৬৪) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখও এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৪৬৫)

সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আস সাকাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একটি লোক বলে : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে ইসলামের এমন একটি বিষয় বলে দিন যা সব সময় আমল করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে বললেন, তুমি বল : আমার রাব্ব হলেন আল্লাহ। অতঃপর ওর উপর অটল থাক। আমি বললাম : এতো আমল হল। আমি বেঁচে থাকব কি হতে তা আমাকে বলে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন : এটা হতে। (আহমাদ ৩/৪১৩, তিরমিযী ৭/৯১, ইব্ন মাজাহ ২/১৩১৪)

**تَسْرُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ** তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা এবং বলে : তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। ইমাম মুসলিম (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার সুনান গ্রন্থে সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আস

সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ইসলাম সম্পর্কে কিছু নাসীহাত করুন যে সম্পর্কে আপনার পরে আর কেহকে যেন আমার জিজ্ঞেস করতে না হয়। তখন তিনি বললেন : বল, ‘আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর,’ অতঃপর এর উপর দৃঢ় থেক। অতঃপর তিনি হাদীসের বাকি অংশ বর্ণনা করেন। (মুসলিম ১/৬৫)

تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা/ফেরেশতা। মুজাহিদ (রহঃ), সুদী (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং তার ছেলে (আবদুর রাহমান) বলেন : ইহা হল মৃত্যুর সময়। অতঃপর তারা বলবে : أَلَّا تَخَافُوا তোমরা ভীত হয়েনা। (তাবারী ২১/৪৬৬, কুরতুবী ১৫/৩৫৮) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে এরপর পরকালে তুমি যার সম্মুখীন হবে সেই জন্য ভয় করনা। (তাবারী ২১/৪৬৭)

وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। অর্থাৎ তোমার মৃত্যুর সময় তুমি তোমার পিছনে পৃথিবীতে যে স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ এবং ঋণ রেখে যাচ্ছ তার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করব তোমার পক্ষ থেকে।

وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। সুতরাং তারা দুঃখ-দৈন্য, অমঙ্গল ও কষ্টের সমাপ্তির এবং আগত সুখ-শান্তির সুখবর দিচ্ছেন। আল বা’রা (রাঃ) থেকে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু’মিনের রুহকে সম্বোধন করে মালাইকা/ফেরেশতারা বলেন : হে পবিত্র রুহ, যে পবিত্র দেহে আছ, বের হয়ে এসো, আল্লাহর ক্ষমা, ইনআ’ম এবং নি’আমাতের দিকে। ঐ আল্লাহর দিকে চল যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। (আহমাদ ৪/২৮৭)

এটাও বর্ণিত আছে যে, মু’মিনরা যখন তাদের কাবর হতে উঠবে তখনই মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবেন এবং সুসংবাদ শোনাবেন। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : সে যখন মারা যায় তখন তারা তাকে সুসংবাদ দেন এবং আরও সুসংবাদ প্রাপ্ত হবে কিয়ামাত দিবসে যখন উত্থিত হবে। ইব্ন

আবী হাতিম (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আলোচ্য বিষয়ে সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে এটি একটি উত্তম অভিমত। মৃত্যুর সময় মালাইকা/ফেরেশতাগণ মু'মিনদেরকে এ কথাও বলবেন :

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ তোমাদের সাথে তোমাদের বন্ধু হিসাবে ছিলাম, আল্লাহর আদেশে তোমাদেরকে সাওয়াবের পথে পরিচালিত করতাম, কল্যাণের পথ দেখাতাম এবং তোমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতাম। অনুরূপভাবে আখিরাতেও তোমাদের সাথে থাকব, তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দিব, কাবরে, হাশরে, কিয়ামাতের মাঠে, পুলসিরাতের উপর, মোট কথা সব জায়গায়ই তোমাদের বন্ধু ও সঙ্গী হিসাবে থাকব। সুখময় জান্নাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা তোমাদের থেকে পৃথক হবনা।

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ জান্নাতে পৌঁছে তোমরা যা কিছু চাবে তা পাবে। তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন। তাঁর স্নেহ, মেহেরবানী, ক্ষমা, দান সীমাহীন ও খুবই প্রশস্ত।

৩৩। ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সং কাজ করে এবং বলে : আমি তো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

۳۳. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

৩৪। ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

۳۴. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

|  |   |
|--|---|
| <p>৩৫। এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহা ভাগ্যবান।</p> | <p>۳۵. وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ</p>                     |
| <p>৩৬। যদি শাইতানের কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।</p>               | <p>۳۶. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ</p> |

### অন্যদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার উপকারিতা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ যারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর পথে আহ্বান করে এবং নিজেও সৎকর্মশীল হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে : ‘আমি একজন আনুগত্যকারী’ তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ হল সেই ব্যক্তি যে নিজেরও উপকার সাধন করেছে এবং আল্লাহর সৃষ্টজীবেরও উপকার করেছে। ঐ ব্যক্তি তার মত নয় যে মুখে বড় বড় কথা বলে, কিন্তু নিজেই তা পালন করেনা। পক্ষান্তরে, এ লোকটিতো নিজেও ভাল কাজ করে এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজ করতে অনুপ্রেরণা দেয় এবং আল্লাহর পথে আহ্বান করে।

এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই সর্বোত্তম রূপে এর আওতায় পড়েন। (কুরতুবী ১৫/৩৬০) কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা মুআযযিনকে বুঝানো হয়েছে যিনি সৎকর্মশীলও বটে। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে : কিয়ামাতের দিন মুআযযিনগণ সমস্ত লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ গ্রীবা বিশিষ্ট হবে। (মুসলিম ১/২৯০) সুনান গ্রন্থে



মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ইমাম যামীনদার এবং মুআয্যিন আমানাতদার। আল্লাহ ইমামদেরকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং মুআয্যিনদেরকে ক্ষমা করে দিন! (আবু দাউদ ১/৩৫৬, তিরমিযী ১/৬১৪) এর অর্থ হচ্ছে সালাতে এবং সালাত বিষয়ক কোন কোন ব্যাপারে লোকেরা সালাত আদায়কারী ইমামকে অনুসরণ করবে এবং সালাতের ওয়াক্ত হয়েছে কিনা সেই ব্যাপারে মুআয্যিনের আযানের অপেক্ষা করবে।

সঠিক কথা এটাই যে, আয়াতটি সাধারণ হওয়ার দিক দিয়ে মুআয্যিন ও গায়ির মুআয্যিন সবাইকেই শামিল করে। যে কেহই আল্লাহর পথে ডাক দেয় সেই এর অন্তর্ভুক্ত।

এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আযান দেয়ার প্রচলনই হয়নি। কেননা এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মাক্কায়। আর আযান দেয়ার পদ্ধতি শুরু হয় মাদীনায় হিজরাতের পর, যখন আবদুল্লাহ ইব্ন যাদিদ আবদি রাব্বিহ (রাঃ) স্বপ্নে আযান দিতে দেখেন ও শুনেন এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : আযানের শব্দগুলি বিলালকে শিখিয়ে দাও, কেননা তার কণ্ঠস্বর উচ্চ ও শ্রুতিমধুর। অতএব সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি আ'ম বা সাধারণ এবং মুআয্যিনও এর অন্তর্ভুক্ত।

আবদুর রায্যাক (রহঃ) মা'মার (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হাসান বাসরী (রহঃ) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(এ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে : আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন : এই লোকেরাই আল্লাহর বন্ধু। এরাই আল্লাহর নিকটতর। আল্লাহ তা'আলার নিকট এরাই সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় এবং পৃথিবীতে এরাই আল্লাহর সবচেয়ে বেশি প্রিয়। কেননা তারা নিজেরা আল্লাহর কথা মেনে চলে এবং অন্যদেরকেও মেনে চলার দাওয়াত দেয়। আর সাথে সাথে তারা নিজেরা ভাল কাজ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এরাই আল্লাহর প্রতিনিধি। (আবদুর রায্যাক ২/১৮৭) কিন্তু মা'মারের (রহঃ) সাথে হাসান বাসরীর (রহঃ) সাক্ষাত ঘটেনি।

## দা'ওআতের উপকারিতা/বিচক্ষণতা

মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন : **وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ** ভাল ও মন্দ সমান হতে পারেনা, বরং এ দু'য়ের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে।

**ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। এভাবে মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর।

উমার (রাঃ) বলেন : তোমার ব্যাপারে যে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে, তার ব্যাপারে তুমি আল্লাহর আনুগত্য কর। এর চেয়ে ভাল জিনিস আর কিছুই নেই। মহান আল্লাহ বলেন :

**فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ** যারা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে তাদের সাথে তুমি যদি ভাল ব্যবহার কর তাহলে তোমাদের মধ্যের বিবাদ সহজে মিটে যাবে, তোমাদের একের প্রতি অন্যের দরদ ও ভালবাসার সৃষ্টি হবে এবং তোমরা এক জন অন্য জনের বন্ধুতে পরিণত হবে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন : **وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا** যারা ধৈর্যশীল তারা ব্যতীত অন্য কেহ এই উপদেশ গ্রহণ করতে পারেনা। কারণ মানুষের মধ্যে এই অভ্যাস গড়ে তোলা খুবই কঠিন।

**وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ** এই ভাল অভ্যাস তার মধ্যেই গড়ে উঠে যে এই দুনিয়ায় এবং আখিরাতে হয় সৌভাগ্যশালী ও সুখী। আলী ইবন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেন : মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা যেন ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার উপর নিজেদের সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন অপরের অপরাধকে ক্ষমার চোখে দেখে। এরূপ লোককে আল্লাহ তা'আলা শাইতানের আক্রমণ হতে রক্ষা করেন এবং তাদের শত্রুরা তাদের অন্ত রঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী ৮/৪১৮) এতো হল মানবীয় অনিষ্টতা হতে বাঁচার পন্থা। এখন মহান আল্লাহ শাইতানী অনিষ্টতা হতে বাঁচার পন্থা বলে দিচ্ছেন :

**وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ** যদি শাইতানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর শরণাপন্ন হবে এবং তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়বে। তিনিই শাইতানকে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন যে, সে মানুষের অন্তরে

কুমন্ত্রণা দিবে। শাইতানের অনিষ্টতা হতে রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁরই রয়েছে। আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে দাঁড়িয়ে বলতেন :

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - مَنْ هَمَزَهُ وَنَفَخَهُ وَنَفَثَهُ

আমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শাইতানের প্ররোচনা, ফুৎকার এবং অনিষ্টতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আহমাদ ৫/২৫৩)

আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কুরআনুল হাকীমের মধ্যে এই আয়াতের সাথে তুলনীয় সূরা আ’রাফের একটি আয়াত এবং সূরা মু’মিনূনের একটি আয়াত ছাড়া আর কোন আয়াত নেই। সূরা আ’রাফের আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহ তা’আলার নিম্নের উক্তি :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

তুমি বিনয় ও ক্ষমা প্রায়ণতার নীতি গ্রহণ কর এবং লোকদেরকে সং কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ’রাফ, ৭ : ১৯৯-২০০) সূরা মু’মিনূনের আয়াতটি হল মহান আল্লাহর নিম্নের উক্তি :

أَدْفَعْ بِأَلْتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ تَحْضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা। তারা যা বলে আমি সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল : হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু’মিনুন, ২৩ : ৯৬-৯৮)

৩৭। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে,

۳۷. وَمِنْ ءَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ  
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا

|  |  |
|--|--|
| <p>যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন,<br/>যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর<br/>ইবাদাত কর।</p>   | <p>لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا<br/>لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ<br/>إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ</p>  |
| <p>৩৮। তারা অহংকার করলেও<br/>যারা তোমার রবের সান্নিধ্যে<br/>রয়েছে তারাতো দিন ও রাতে<br/>তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা<br/>ঘোষণা করে এবং তারা ক্লাস্তি<br/>ও বোধ করেনা। [সাজদাহ]</p>   | <p>৩৮. فَإِنْ أَستَكْبَرُوا فَالَّذِينَ<br/>عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ<br/>وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾</p>  |
| <p>৩৯। আর তাঁর একটি<br/>নিদর্শন এই যে, তুমি<br/>ভূমিকে দেখতে পাও শুধু<br/>উষর, অতঃপর আমি তাতে<br/>বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা<br/>আন্দোলিত ও স্ফীত হয়;<br/>যিনি জীবন দেন তিনিই<br/>মৃতের জীবন দানকারী।<br/>তিনিতো সর্ব বিষয়ে সর্ব<br/>শক্তিমান।</p> | <p>৩৯. وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى<br/>الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا<br/>عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْزَتْ وَرَبَّتْ ۚ إِنَّ<br/>الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى ۚ<br/>إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p> |

### আল্লাহর কয়েকটি নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ব্যাপক শক্তি এবং অতুলনীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন  
যে, তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তা‘ই করে থাকেন।

سُورَ, চন্দ্র এবং দিন ও রাত  
তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার নিদর্শন। রাতকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে আলোকময়

বানিয়েছেন। এগুলি বিরামহীনভাবে একটির পিছনে আর একটি এসে থাকে। তিনি সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন দীপ্তিময় আলো সহকারে এবং চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন প্রতিফলিত আলোকের ধারক রূপে। তিনি তাদের জন্য করেছেন বিভিন্ন অবস্থান স্থল এবং নির্দিষ্ট করেছেন ওদের চলাচলের কক্ষপথ। প্রতিদিন ওর স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে দিন-ক্ষণ, সপ্তাহ, মাস, বছর ইত্যাদি। এর ফলে তাদের জন্য সহজ হয়েছে ইবাদাত, বিভিন্ন আচার-আচরণ এবং লেন-দেনের বিষয়। এ ছাড়া সূর্য ও চাঁদের আকাশে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের ফলে এবং ওদের সৌন্দর্যের কারণে মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা, আনন্দের খোরাক ইত্যাদি প্রদান করা হয়। আর এর মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারে সব কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং বড়ত্ব। তাই তিনি বলেন :

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ تَعْبُدُونَ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চাঁদকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা প্রকৃতই তাঁর ইবাদাত কর। আসমান ও যমীনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উজ্জ্বল হল সূর্য ও চন্দ্র, এ জন্যই এই দু'টিকে মাখলুক বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا

يَسْأَمُونَ সূর্য ও চন্দ্রের সামনে তোমরা মাথা নত করনা, কেননা এ দু'টিতো মাখলুক বা সৃষ্ট। সৃষ্ট কখনও সাজদাহর যোগ্য হতে পারেনা। সাজদাহর যোগ্য একমাত্র তিনি যিনি সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাত করতে থাক। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোন মাখলুকের ইবাদাত কর তাহলে তোমরা তাঁর রাহমাতের দৃষ্টি হতে সরে যাবে এবং তিনি তোমাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। যারা শুধু আল্লাহরই ইবাদাত করেনা, বরং তাঁর সাথে সাথে অন্যেরও ইবাদাত করে তারা যেন এটা ধারণা না করে যে, তারাই শুধু আল্লাহর ইবাদাতকারী। আর তারা যেন এটাও মনে না করে যে, যদি তারা তাঁর ইবাদাত ছেড়ে দেয় তাহলে তাঁর কেহ ইবাদাতকারী থাকবেনা। কখনও নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের ইবাদাতের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর মালাইকা/ ফেরেশতামণ্ডলী দিন ও রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে রয়েছে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করেনা। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ

সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতির উপর অর্পন করব যারা ওটা অস্বীকার করবেনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ৮৯) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
নিদর্শন এই যে, তিনি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম। তাঁর আর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, উষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি এই মৃত যমীনকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবনদানকারী। তিনিতো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৪০। যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। শ্রেষ্ঠ কে? যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, নাকি যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদে থাকবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর; তোমরা যা কর তিনি তার দ্রষ্টা।

٤٠. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي ءَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ؕ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

৪১। যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তাদের মধ্যে চিন্তা ভাবনার অভাব রয়েছে। ইহা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ।

٤١. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ؕ وَإِنَّهُمْ لَكَاثِبٌ عَزِيزٌ

|   |   |
|---|---|
| <p>৪২। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসাহ আদ্বাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।</p>         | <p>٤٢. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ</p>                    |
| <p>৪৩। তোমার সম্বন্ধেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। তোমার রাব্ব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তি দাতা।</p> | <p>٤٣. مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ</p> |

### অস্বীকারকারীদের শাস্তি এবং কুরআনের কিছু বর্ণনা

ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা মতে الْحَاد শব্দের অর্থ হল কালামকে ওর জায়গা হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেয়া। (তাবারী ২১/৪৭৮) আর কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন এর অর্থ করেছেন কুফরী ও হঠকারিতা। ইব্ন আল-কায়্যিম (রাঃ) বলেন : إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا : যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। যারা আমার নাম ও গুণাবলীকে এদিক হতে ওদিক করে দেয় তারা আমার দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব।

أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمَنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ নিষ্কিণ্ড হবে এবং যারা ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে তারা কি কখনও সমান হতে পারে? কখনও নয়। اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ তোমাদের যা ইচ্ছা তা কর। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে, এটি হল কাফিরদের ব্যাপারে কঠোর সতর্ক বাণী। (তাবারী ২১/৪৭৮) পাপী, দূরাচার এবং কাফিরেরা যা ইচ্ছা আমল করে

যাক। إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ। তাদের কোন আমলই আল্লাহ তা‘আলার নিকট গোপন নেই। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়ায়না। তারা যা কিছু করে তিনি তার দ্রষ্টা।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ পর তা প্রত্যাখ্যান করে। যাহহাক (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং কাতাদাহর (রহঃ) উক্তি এই যে, এখানে যিক্র দ্বারা কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২১/৪৭৯) এটা ইযযাত ও মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ করবেনা, সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। কারও কালাম এর সমতুল্য হতে পারেনা। تَزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ এটা জগতসমূহের প্রশংসিত রবের নিকট হতে অবতীর্ণিত, যিনি তাঁর কথায় ও কাজে বিজ্ঞানময় ও নিপুণ। তাঁর সমুদয় হুকুম পালন করা উত্তম ফলদায়ক। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ তোমার যুগের কাফিরেরা তোমাকে ঐ কথাই বলে যা তোমার পূর্ববর্তী যুগের কাফিরেরা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল। তাদেরকে যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিল তেমনি তোমার কাওমও তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ঐ নাবীগণ যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তেমনি তুমিও ধৈর্যধারণ কর। (তাবারী ২১/৪৮১)

إِنْ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে, আল্লাহ তাঁর প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ হতে বিমুখ হয়, কুফরী ও হঠকারিতার উপর অটল থাকে, সত্যের বিরোধিতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করা হতে বিরত থাকেনা তাকে তিনি কঠিন শাস্তি দিবেন।

৪৪। আমি যদি আরাবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ না করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত, এর আয়াতগুলি

٤٤. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا  
لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ



বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরাবীয়। বল : মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে।

ءَاَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ  
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى  
وَشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا  
يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ  
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ اُولَٰئِكَ  
يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

৪৫। আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। তোমার রবের পক্ষ হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। তারা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তকর সন্দেহে রয়েছে।

٤٥. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ  
فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ  
سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ  
وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ

**কুরআনকে অস্বীকার করা হচ্ছে পরিপূর্ণ অবাধ্যতা/একগুয়েমী**

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল হাকীমের বাকপটুত্ব, শব্দালংকার এবং এর শাব্দিক ও মৌলিক উপকারের বর্ণনা দেয়ার পর এর উপর যারা ঈমান আনেনি তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰٓهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ

مُؤْمِنِينَ

আমি যদি ইহা কোন আজমীর (ভিন্ন ভাষী) প্রতি অবতীর্ণ করতাম এবং ওটা সে তাদের নিকট পাঠ করত, তাহলে তারা তাতে ঈমান আনতনা। (সূরা শু'আরা, ২৬ : ১৯৮-১৯৯) ভাবার্থ এই যে, অমান্যকারীদের টাল-বাহানার কোন শেষ নেই। তাদের না আছে এতে শান্তি এবং না আছে ওতে শান্তি। তাই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَوْلَا فَصَّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম তাহলে তারা অবশ্যই বলত : এর আয়াতগুলি বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরাবীয়। আবার যদি কিছু আরাবী ভাষায় এবং কিছু অন্য ভাষায় হত তবুও এই প্রতিবাদই করত যে, এর কারণ কি? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের একরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৪৮২) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءً মু'মিনদের জন্য এই কুরআন পথ-নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। অর্থাৎ এটা তাদের অন্তরের ব্যাধি দূরকারী। এর মাধ্যমে তাদের সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًّى পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী তাদের অন্তরে বধিরতা রয়েছে। কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধত্ব। তারা বুঝেনা যে, এতে কি রয়েছে। এরা এমন যে, যেন এদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ

إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৮২)

أُولَٰئِكَ يَنَادُونَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ তাদের দৃষ্টান্ত এমনই যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে বহু দূর হতে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : ইহা হল এমন যে, কেহ বহু দূর থেকে তাদেরকে যেন ডেকে বলছে, কিন্তু তারা বুঝতে পারছেননা যে, তাদেরকে কি বলা হচ্ছে। (তাবারী ২১/৪৮৪) যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً  
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা, তারা বধির, মুক, অন্ধ; অতএব তারা বুঝতে পারেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭১)

### তোমাদের জন্য মূসা একটি উদাহরণ

ওলَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ : এরপর মহান আল্লাহ বলেন : আমি তো মূসাকে (আঃ) কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল। অর্থাৎ তাকেও অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং কষ্ট দেয়া হয়েছিল। সুতরাং সে যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল, তদ্রূপ তোমাকেও ধৈর্যধারণ করতে হবে।

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৩৫)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَيْ بَيْنَهُمْ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামাত পর্যন্ত এদের উপর হতে শাস্তি সরিয়ে রাখবেন। এ জন্যই তিনি এদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত না হয়ে থাকলে এদের মীমাংসা হয়েই যেত। অর্থাৎ এখনই এদের উপর শাস্তি আপতিত হত।

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ এরা অবশ্যই এ সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। অর্থাৎ এরা যে অবিশ্বাস করছে এটা কোন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিত্তিতে নয়, বরং এরা বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে। (তাবারী ২১/৪৮৭) এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৬। যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ কাজ করলে ওর প্রতিফল সেই

٤٦. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ  
وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ

ভোগ করবে। তোমার রাব্ব  
বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম  
করেননা।

بِظَلْمٍ لِّلْعَبِيدِ

### প্রত্যেকে তার কর্ম অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রাপ্ত হবে

এই আয়াতের ভাবার্থ খুবই পরিষ্কার। যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার সুফল সেই লাভ করে। পক্ষান্তরে যে মন্দ কাজ করে, ওর কুফলও তাকেই ভোগ করতে হয়। মহান রাব্ব আল্লাহ কারও প্রতি বিন্দুমাত্র যুল্ম করেননা। যুল্ম করা হতে তাঁর সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। একজনের পাপের কারণে তিনি অন্যজনকে কখনও পাকড়াও করেননা। যে পাপ করেনা তাকে তিনি কখনও শাস্তি প্রদান করেননা। প্রথমে তিনি রাসূল প্রেরণ করেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেন। এভাবে তিনি স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ শেষ করে দেন। সবারই কাছে তিনি নিজের বাণী পৌঁছিয়ে থাকেন। এর পরেও যারা মানেনা তারাই শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়।

### চতুর্বিংশতিতম পারা সমাপ্ত।

৪৭। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু  
আল্লাহতেই ন্যস্ত, তাঁর  
অজ্ঞাতসারে কোন ফল  
আবরণ হতে বের হয়না, কোন  
নারী গর্ভধারণ করেনা এবং  
সন্তানও প্রসব করেনা। যেদিন  
আল্লাহ তাদেরকে ডেকে  
বলবেন : আমার শরীকরা  
কোথায়? তখন তারা বলবে :  
আমরা আপনার নিকট  
নিবেদন করছি যে, এ ব্যাপারে  
আমরা কিছুই জানিনা।

٤٧. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا  
تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا  
وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ  
إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيُّ  
شُرَكَائِي قَالُوا ءَاذَنكَ مَا  
مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ

৪৮। পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান করত তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি করবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

٤٨. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظُنُّوا مَا هُم مِّن مَّحِصٍ

### কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জ্ঞাত আছেন

إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। যেমন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন মালাইকা/ফেরেশতাদের নেতা জিবরাঈল (আঃ) কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে তা জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন তিনি সমস্ত মানুষের নেতা হওয়া সত্ত্বেও উত্তরে বলেছিলেন : জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেননা। (ফাতহুল বারী ১/১৪০) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَا

এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৪৪)  
অন্য এক আয়াতে রয়েছে :

تُجَلِّيْهَا لَوْ قُبِّحَتْ إِلَّا هُوَ

এ বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮৭) ভাবার্থ এটাই যে, কিয়ামাত সংঘটনের সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেনা। এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا

عِلْمُهُ প্রত্যেক জিনিসকে তাঁর জ্ঞান পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি যে ফল ওর আবরণ হতে বের হয়, যে নারী গর্ভধারণ করে এবং সন্তানও প্রসব করে, এ সবই তাঁর গোচরে থাকে। যমীন ও আসমানের একটি অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর ব্যাপক জ্ঞানের বাইরে নয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ৫৯) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন। এবং তাঁর বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৮) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয়না অথবা তার আয়ু হ্রাস করা হয়না। কিন্তু তাতো রয়েছে কিতাবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ১১)

يَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ كিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূকের সামনে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বলবেন : যাদেরকে তোমরা আমার সাথে ইবাদাতে শরীক করতে তারা আজ কোথায়? তারা উত্তরে বলবে :

مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ আমরাতো আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, আপনার সাথে ইবাদাতে শরীক করে এমন কেহ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা।

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ সেই দিন তাদের বাতিল মা'বুদরা সবাই হারিয়ে যাবে। এমন কেহকেও তারা দেখতে পাবেনা যে তাদের কোন উপকার করতে পারে।

وَطَنُّوا مَّا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ তারা নিজেরাও জানতে পারবে যে, শাস্তি থেকে তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় নেই।

وَرَزَّاءُ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

পাপীরা আগুন অবলোকন করে আশংকা করবে যেন ওরা ওতেই পতিত হবে, বস্তুতঃ ওটা হতে ওরা পরিত্রাণ পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৫৩)

|   |   |
|---|---|
| <p>৪৯। মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় কোন ক্লাস্তি বোধ করেনা, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে।</p>  | <p>٤٩. لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ<br/>دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ<br/>فَيُتَوَسَّعُ قَنُوطٌ</p>   |
| <p>৫০। দুঃখ দৈন্য স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের আশ্বাদ দিই তখন সে বলেই থাকে : এটা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে; আর আমি যদি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইও তাহলে তাঁর নিকটতো আমার জন্য কল্যাণই থাকবে। আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে আশ্বাদন করাব কঠোর শাস্তি।</p> | <p>٥٠. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ<br/>بَعْدِ ضَرْآءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا<br/>لِيَ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً<br/>وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِيَ<br/>عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ<br/>كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ<br/>مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ</p> |
| <p>৫১। যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।</p>   | <p>٥١. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ الْإِنْسَانِ<br/>أَعْرَضَ وَنَسَا نِجَابِيَهُ إِذَا مَسَّهُ<br/>الشَّرُّ فَذُوْ دُعَاءٍ عَرِيضٍ</p>   |

## কষ্টের পর সুখ প্রাপ্ত হলে মানুষের রূপ পাল্টে যায়

وَلَنُؤْذِقَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي  
তা'আলা বলেন যে, ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কল্যাণের প্রার্থনা হতে মানুষ ক্লান্ত হয়না। কিন্তু যদি তার উপর বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে এত বেশি হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে যে, যেন আর কখনও সে কোন কল্যাণের মুখ দেখতেই পাবেনা। আবার যদি কোন বিপদ ও কাঠিন্যের পর সে কোন কল্যাণ ও সুখ লাভ করে তখন সে বলে বসে : আল্লাহ তা'আলার উপরতো আমার এটা হুক বা প্রাপ্যই ছিল। আমি এর যোগ্যই ছিলাম। এখন সে এই নি'আমাত লাভ করে ফুলে উঠে এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। মহান আল্লাহকে বিস্মরণ হয়ে যায় এবং পরিষ্কারভাবে তাঁকে অস্বীকার করে। তখন সে বলে :

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً  
এবং আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে। সে কিয়ামাত সংঘটনকে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করে বসে। ধন-দৌলত এবং আরাম-আয়েশ তার কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ  
অনুবাদ : মানুষ তার প্রতিপালকের দিকে চোখ দিয়ে তাকায়।

বস্তুতঃ মানুষতো সীমা লংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত বা অমুখাপেক্ষী মনে করে। (সূরা আ'লাক, ৯৬ : ৬-৭) তাই সে মাথা উঁচু করে হঠকারিতা করতে শুরু করে।

মহান আল্লাহ বলেন যে, শুধু এটুকুই নয়, বরং এই দুষ্কার্যের উপর সে ভাল আশাও রাখে এবং বলে : وَلَنُؤْذِقَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتَهُ  
যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয়েও যায় এবং আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই তাহলে যেমন আমি এখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দে রয়েছি, অনুরূপভাবে সেখানেও অর্থাৎ পরকালেও সুখেই থাকব। মোট কথা, সে কিয়ামাতকে অস্বীকার করে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবনকেও মানেনা, আবার বড় বড় আশাও পোষণ করে যে, দুনিয়ায় যেমন সুখে রয়েছে, আখিরাতেও তেমনি সুখেই থাকবে। যাদের আমল ও বিশ্বাস এইরূপ তাদেরকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ভয় প্রদর্শন করে বলেন :

وَلَنُؤْذِقَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتَهُ  
আমি এই কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে আশ্বাদন করা বকঠোর শাস্তি। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ মানুষের স্বভাব ও আচরণের



বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو

عَرِيضُ যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন (গর্বভরে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। **كَالَمِ عَرِيضٍ** (দীর্ঘ প্রার্থনা) ওকেই বলা হয় যার শব্দ বেশি এবং অর্থ কম হয়। আর যে কালাম বা কথা এর বিপরীত হয় অর্থাৎ শব্দ কম ও অর্থ বেশী, ওকে **وَجِيزِ كَالَمٍ** বলা হয়ে থাকে। এই বিষয়টিই অন্য জায়গায় নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْغُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি। (সূরা ইউনুস, ১০ : ১২)

৫২। বল : তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে এবং তোমরা ইহা প্রত্যাখ্যান কর, তাহলে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?

৫২. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

৫৩। আমি শীঘ্র তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের

৫৩. سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

|   |   |
|---|---|
| <p>নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে ওটাই সত্য। এটা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রাব্ব সর্ব বিষয়ে অবহিত?</p>               | <p>أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلَمَ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ</p>                 |
| <p>৫৪। জেনে রেখ, এরা এদের রবের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্ধিহান। জেনে রেখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।</p> | <p>٥٤. أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ</p> |

### কুরআন যে সত্য বাণী তার প্রমাণ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي

شِقَاقٍ بَعِيدٍ তুমি কুরআন অমান্যকারী মুশরিকদেরকে বলে দাও : এই কুরআন সত্য সত্যিই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, অথচ তোমরা একে অবিশ্বাস করছ! তাহলে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তোমাদের কি অবস্থা হবে! যে ব্যক্তি স্বীয় কুফরী ও বিরোধিতার কারণে সত্য পথ হতে বহু দূরে সরে পড়েছে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে আছে? এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

سُئِرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ইসলামপন্থীদেরকে আমি বিজয় দান করব। তারা সাম্রাজ্যসমূহের শাসক হয়ে যাবে। সমস্ত দীনের উপর দীন ইসলামের প্রাধান্য থাকবে।

মুজাহিদ (রহঃ), হাসান (রহঃ), সুদী (রহঃ) প্রমুখ বলেন : বদর ও মাক্কা বিজয়ের নিদর্শন স্বয়ং মুশরিকদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে যে, তারা সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক মুসলিমের নিকট লাঞ্ছনাজনক পরাজয় বরণ করে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলার হাজার হাজার নিদর্শন স্বয়ং মানব জাতির নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের সৃষ্টি ও গঠন কৌশল, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের পৃথক পৃথক চরিত্র, পৃথক পৃথক রূপ ও রং ইত্যাদি তাদের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং শিল্প চাতুর্যেরই পরিচায়ক, যেগুলি সদা তাদের

চোখের সামনে রয়েছে, এমন কি স্বয়ং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থা, যেমন বাল্যকাল, যৌবন, বার্ধক্য, তাদের রুগ্নতা ও সুস্থতা, দারিদ্র্য ও স্বচ্ছলতা, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে তাদের উপর প্রকাশমান। মোট কথা, আল্লাহ তা'আলার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিদর্শনাবলী এত অধিক রয়েছে যে, মানুষ এগুলি দেখে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা ও কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি যখন বলছেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সত্য নাবী, তখন মানুষের এটা স্বীকার করে নিতে বাধা কিসের? যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ

কিন্তু আল্লাহ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তৎসম্বন্ধে তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করছেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১৬৬) অতঃপর মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

أَلَا جَعَلْنَا فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ  
সাক্ষাৎকারে সন্দিহান অর্থাৎ কিয়ামাত যে সংঘটিত হবে এটা তারা বিশ্বাসই করেনা, আর এ কারণেই তারা নিশ্চিত রয়েছে, সাওয়াব অর্জনে রয়েছে উদাসীন এবং পাপ কাজ হতে বিরত থাকছেন। অথচ কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্র নেই।

أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ  
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সবকিছুকে তিনি পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। কিয়ামাত ঘটানো তাঁর কাছে খুবই সহজ কাজ। সমস্ত সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তু তাঁর অধিকারে রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে পারেন। কেহই তাঁর হাত ধরে রাখতে পারেনা। তিনি যা চান তা হয় এবং যা চাননা তা অবশ্যই হবেনা। তিনি ছাড়া প্রকৃত হুকুমদাতা আর কেহ নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারও সত্তা কোন প্রকারের ইবাদাতের যোগ্য নয়।

সূরা ফুসসিলাত - এর তাফসীর সমাপ্ত।